দৈনিক
ইনকিলাব
তারিখ ...19 JUL 2007...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অজ্ঞাত রোগে আর
শতাধিক স্কুল শিক্ষার্থী অ

আলী হোসেন মিন্টু ঃ নরসিংদী, সাভার, মানিকগঞ্জের পর এবার অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়েছে রূপগঞ্জের স্কুল ছাত্রীরা। গতকাল রূপগঞ্জের ছাত্রীদেরও ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য

● অ
অনেক
রি

ইনকিলাব রিপো

অজ্ঞাত রোগ
স্কুলগুলোতে শিক্ষ
উদ্বিগ্ন হয়ে তাদে
চিহ্নিত না হওয়া
সরকারের পক্ষ
চিহ্নিতকরণে সর
মহাখালীস্থ ইনস্টি
রিসার্চে (আইই
গতকাল (বুধবার
এবং একটি রিপে
উপদেষ্টার সামনে
বলেছেন, এ রোগ
নিউরোলজিক্যাল
সাইকোলজিক্যাল
তারা এ রোগে
যায়। নরসিংদীর
ছাত্র-ছাত্রীদের ম

...স্কুলের ...
সরকারী বালিকা বিদ্যালয়
হক পাইলট বালিকা উচ্চ
কালিহাতীর উপজেলার
মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ,
চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুর
বিদ্যালয়ের ২৫ জন, ঝিনা
কালুহাটি হাই স্কুলের ৯ জন
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ
রূপগঞ্জের হাটাবো আদ
শিক্ষিকাসহ ১৭ জনকে ভর্তি
আগে নরসিংদী, সাভার, ম
গোপালগঞ্জ, বাগেরহাটের বি
ছাত্র-ছাত্রীরা অজ্ঞাত রোগে

নাটোর জেলা সংবাদদাত
বড়াইগ্রাম উপজেলার বাগি
৪১ জন ছাত্রছাত্রী অজ্ঞাত
বনপাড়া বাজারের দুটি কে
চিকিৎসাধীন রয়েছে। প্রত্যা
সূত্র জানায়, গতকাল দুপু
বাগিমোল্লি উচ্চ বিদ্যালয়ের
ছাত্রী ও একজন ছাত্র অসুস্থ
খিঁচুনি দিয়ে আক্রান্ত ছাত্র
পড়ে। স্কুলের শিক্ষক ও
আক্রান্তদের তাৎক্ষণিকভাবে
পাটোয়ারী জেনারেল হাস
হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
জেনারেল হাসপাতালের চি
রহমান পাটোয়ারী বলেন, এ
সম্ভব হয়নি। তবে প্রাথমিক
লক্ষণের সঙ্গে হিস্টিরিয়ার
লক্ষণের মিল রয়েছে। তিনি
ছাত্রীরা দ্রুত সুস্থ হয়ে
ক্যান্টনমেন্ট থেকে মেডিকি
মাহফুজুর রহমানের নেতৃত্বে
মেডিকেল টিম আক্রান্ত ছ
দিয়ে যাচ্ছেন। অজ্ঞাত রো
মধ্যে আয়শা খাতুন, স্বপন
শারমিন পারভিন, তাহমি
প্রতিমা, মাজানা, পারভীন,
সাথী, শাপলা, আনিয়া, ম
ফেরদৌসী, শাপলা, মুন, কর্ম
আমিনা হাসপাতালে এবং শা
তানিয়া ও সাবরিনাকে
হাসপাতালে ভর্তি করা হ
পেয়ে নাটোরের জেলা প্রশা
কবীর, পুলিশ সুপার মোঃ রে
সার্জন ডাঃ ইসহাক আ
ইউএনওসহ জেলার বিশে
ছাত্রছাত্রীদের দেখতে হাস
তাদের চিকিৎসার খোঁজ-খবর

অজ্ঞাত রোগে আরও দেড়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পর বিভিন্ন মাধ্যমে জানাজানি হওয়ার ফলে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মূলত ভয়ে এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ডা. শাহজাহান বিশ্বাস বলেন, এ রোগটি মাস সাইকোলজিক্যাল ইলনেস। এটি কোন রোগ নয়। এ রোগে শারীরিক কোন ক্ষতি হয় না। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

এদিকে গতকাল সারাদেশে প্রায় দেড় শতাধিক স্কুল শিক্ষার্থী অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

রূপগঞ্জ উপজেলা সংবাদদাতা জানান, রূপগঞ্জের হাটাবো আদর্শ স্কুলের ৩৬ জন ছাত্রছাত্রী বুধবার আক্রান্ত হয়েছে। অসুস্থ ছাত্রছাত্রীদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়।

স্কুল ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, হাটাবো আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে স্কুল চলাকালীন দশম শ্রেণীর ছাত্রী আয়শা ও শিমু অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তাদের অবস্থা দেখে একে একে স্কুলের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীও অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সংবাদ পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা [illegible] হয়। বাকি ১৫ জনকে রূপসী জেনারেল হাসপাতাল ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর ছেড়ে দেয়া হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে বেলা ১২টার দিকে ১৬ জন ছাত্রীকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ডাঃ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, হিস্টিরিয়া কলেই এটিকে ধরা হচ্ছে। প্রথমে ভয় থেকেই এ অজ্ঞাত রোগের সৃষ্টি হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অসুস্থ ছাত্রী রুপা, শারমিন, বৃথী জানায় প্রথমে মাথা চুলকায় যায়। একসময় মাথাব্যথা, বমিভাব ও খিঁচুনি দেখা দেয়। সকলের মধ্যে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্ক দেখা দেয়। অজ্ঞাত রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ে স্কুলশিক্ষিকা নাসরিন জাহান (২৮)। এ ঘটনার পর ওই স্কুলসহ আশপাশের সকল স্কুল তাৎক্ষণিক ছুটি দিয়ে দেয়া হয়। স্কুলে ছাত্রীদের অসুস্থ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকার শত শত মানুষ হাসপাতালে ভিড় জমায়। ওই স্কুলের ছাত্রী ও অভিভাবকসহ [illegible] অন্যান্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

গত মঙ্গলবারও ওই স্কুলের ৮ ছাত্রী ও কায়েতপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩ ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এদিকে ছাত্রীদের আর্তচিৎকারে হাসপাতাল এলাকার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে পড়ে। নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক ফাইজুল কবির, জেলা সিভিল সার্জন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফিরোজ আলম, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার আবেদীন হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

বাগেরহাট জেলা সংবাদদাতা জানান, চিতলমারীর স্কুলে মঙ্গলবার অজ্ঞাত রোগে ১ ছাত্রী অসুস্থ হওয়ার পর বুধবার বাগেরহাট সরকারী বালিকা বিদ্যালয় এবং ফকিরহাট শিরিন হক পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের ২৭ ছাত্রী স্কুল চলাকালে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে বাগেরহাট সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের ১৬ জন ও ফকিরহাট শিরিন হক স্কুলের ২ জন ছাত্রীকে হাসপাতালে এনে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। অন্যদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়। চিকিৎসকরা প্রাথমিকভাবে এসব ঘটনার জন্য শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতাকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বাগেরহাট সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হাসিনা বেগম জানান, [illegible] সকালে ফিজিক্যাল টিচার হামিদা বেগম [illegible] নিচ্ছিলেন তখন ২ ছাত্রী অচেতন [illegible] যায়। এরপর পিটি ক্লাস শেষ করে [illegible] নিজ নিজ ক্লাসে আসে। সকাল ১০টার দিকে [illegible] একে ষষ্ঠ, সপ্তম ও দশম শ্রেণীর পাঁচটি [illegible] ছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে। অসুস্থ হয়ে পড়া ষষ্ঠ শ্রেণীর ৭/৮ জন ছোট মেয়েকে তাৎক্ষণিকভাবে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

বাগেরহাট সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের অসুস্থ হওয়া ১৬ ছাত্রীকে ঘটনার পর সিভিল সার্জন অফিসের তত্ত্বাবধানে বাগেরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ১৬ ছাত্রী হল নবম শ্রেণীর তৃপ্তি, অর্পিতা দাস, তুলীমা, মৈত্রী মন্ডল, সাদিয়া আফরিন, আফিয়া আফরিন, উষা, সোহানা আফরিন। সপ্তম শ্রেণীর অনামিকা, ফাতেমা, সনিয়া, আফরিন আক্তার, আঞ্জুমানারা, নিশাত তাসলিমা, সারা হোসেন ও তৃপ্তি।

বাগেরহাট জেলা প্রশাসক মফিজুল ইসলাম দুপুরে বাগেরহাট সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের অসুস্থ ছাত্রীদের দেখতে বাগেরহাট সদর হাসপাতালে আসেন এবং তাদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন।

ফকিরহাট শিরিন হক পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খান মোঃ আরিফুল হক জানান, বুধবার সকাল ১১টার দিকে ক্লাস চলাকালে অষ্টম শ্রেণীর রুনি খাতুন ও দশম শ্রেণীর আসমা আক্তার অসুস্থ হয়ে পড়ে।

অসুস্থ হওয়া ছাত্রী, তাদের প্রাথমিক সেবা প্রদানকারী শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বাগেরহাটে গত দু'দিনে পৃথক তিনটি স্কুলে অসুস্থ হওয়া শিক্ষার্থীরা তাদের অসুস্থতার উপসর্গ সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের কথা বলেছে। অসুস্থ হওয়ার মুহূর্তে তাদের শরীরে কোন শক্তি ছিল না, তাদের মাথা ঘুরছিল এবং নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কেউ বুকে ব্যথা অনুভব করছিল, অনেকের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল। এদের অধিকাংশই সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েনি তবে শরীরের ভার বহনের ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাছাড়া এদের অনেকেই সহপাঠীর অসুস্থতা দেখে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

বাগেরহাটের ডেপুটি সিভিল সার্জন ডাঃ আব্দুল হান্নান বুধবার দুপুরে হাসপাতালে বসে এই প্রতিবেদককে জানান, অসুস্থ হওয়া ছাত্রীদের মধ্যে হাইপারভেন্টিলেশনের লক্ষণ দেখা গেছে।

বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস এম হাসেমী বলেন, [illegible] ও শিক্ষকদের কাজ করেছে। [illegible] ছিল না এবং শারীরিক ত্রুটি ছিল না।